সংবিধান

আশ্রম সম্মিলনী, পাঠভবন ॥ শান্তিনিকেতন

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, পঞ্চম শ্রেণী ॥ আশ্রম সম্মিলনী, পাঠভবন কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৯৯

সংবিধান

(১৯৯৭ সালে সংশোধিত)

আশ্রম সম্মিলনী

পা ঠ ভ ব ন

বিশ্বভারতী

উদ্দেশ্য

পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা শিশুকাল থেকেই যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে শেখে, তাদের আশ্রমজীবন নিজেদের পরিচালনায় সুন্দর নিয়মনিষ্ঠ এবং আনন্দময় করে গড়ে তুলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আশ্রম সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়।

আশ্রম সম্মিলনীর কার্যাবলী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অঙ্গ।

অনুচ্ছেদ - ১

সভ্য

ধারা (১) পাঠভবনের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক - অধ্যাপিকা এই সম্মিলনীর সভ্য হিসাবে পরিগণিত হবেন।

উপধারা (ক) পাঠভবনের সমস্ত প্রামানিক ছাত্রছাত্রী এই সম্মিলনীর সাধারণ সভ্য বলে পরিগণিত হবেন।

উপধারা (খ) পাঠভবনের অধ্যাপক - অধ্যাপিকাগণ এই সম্মিলনীর বিশেষ সভ্য বলে পরিগণিত হবেন।

অনুচ্ছেদ - ২

গঠন

ধারা (২) আশ্রম সম্মিলনীর বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগ থাকবে।

উপধারা (ক) বিভাগগুলি নিম্নরূপ :
সাহিত্য বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ, সেবা বিভাগ, আহার্য বিভাগ এবং সখা সংঘ।

উপধারা (খ) অপরিহার্য বিবেচনায় প্রতিনিধি সভা নতুন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ধারা (৩) প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন প্রতিনিধি থাকবেন। এই প্রতিনিধি সাধারণ সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

উপধারা (ক) কেবল আহার্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে আবাসিক হতে হবে।

ধারা (৪) প্রত্যেক বিভাগীয় প্রতিনিধি একজন সহকারী মনোনীত করবেন।

উপধারা (ক) প্রতিনিধি ছাত্র হলে সহকারী ছাত্রী এবং প্রতিনিধি ছাত্রী হলে সহকারী ছাত্র মনোনীত করবেন।

উপধারা (খ) সাধারণ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন বেলা ১২ টার মধ্যে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা মনোনীত সহকারীদের নাম বিদায়ী ছাত্রসঞ্চালকের মাধ্যমে অধ্যক্ষের কাছে জানাবেন।

ধারা (৫) আশ্রম সম্মিলনীর সাধারণ সভ্যদের দোষত্রুটির বিচার করবার জন্য তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিচারসভা গঠিত হবে।

উপধারা (ক) আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে দুইজন ছাত্র, দুইজন ছাত্রী এবং অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে দুইজন ছাত্র ও দুইজন ছাত্রী এই সভার সদস্য হবেন।

অনুচ্ছেদ – ৩
উপদেষ্টা

ধারা (৬) আশ্রম সম্মিলনীর প্রধান উপদেষ্টা ছাত্র সঞ্চালক / ছাত্র সঞ্চালিকা।

ধারা (৭) এ ছাড়াও প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকা উপদেষ্টা রূপে থাকবেন।

উপধারা (ক) কেবলমাত্র সাহিত্য বিভাগের ক্ষেত্রে আদ্য (অষ্টম-নবম-দশম শ্রেণী), মধ্য (পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী), শিশু (প্রথম/দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী) তিন বিভাগেরই একজন করে মোট তিনজন ভারপ্রাপ্ত থাকবেন।

অনুচ্ছেদ – ৪
প্রতিনিধি সভা

ধারা (৮) আশ্রম সম্মিলনীর সমস্ত কার্যভার নির্বাহের দায়িত্ব প্রতিনিধি সভার।

উপধারা (ক) এই প্রতিনিধি সভা নিম্নরূপ :

১. সম্পাদক
২. সম্পাদিকা
৩. বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিনিধি ও সহকারী
৪. অধ্যক্ষ
৫. ছাত্র সঞ্চালক / ছাত্র সঞ্চালিকা
৬. উপাধ্যক্ষ

৭. উপাধ্যক্ষা
৮. প্রত্যেক ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাস থেকে একজন গৃহাধ্যক্ষ/গৃহাধ্যক্ষা
৯. প্রত্যেক বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকা

ধারা (৯) প্রতিনিধি সভায় যে কোনো বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে।

ধারা (১০) প্রতিনিধি সভা সাধারণভাবে দুইদিনের এবং জরুরী অবস্থায় এক ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করা যাবে। সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদিকা, অধ্যক্ষ ও ছাত্র সঞ্চালকের অনুমতিক্রমে এই সভা আহ্বান করবেন।

ধারা (১১) প্রতিনিধি সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।

অনুচ্ছেদ – ৫
সাধারণ সভার অধিবেশন

ধারা (১২) আশ্রম সম্মিলনীর সাধারণ সভা বছরে কমপক্ষে তিনটি হবে। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে, শারদীয়াবকাশের পূর্বে ও সাধারণ নির্বাচনের আগে। সাধারণ অবস্থায় ন্যূনতম তিনদিনের বিজ্ঞপ্তিতে এবং জরুরী অবস্থায় একদিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা (১৩) প্রতি সাধারণ সভার আগে প্রতিনিধি সভার একটি অধিবেশন অবশ্যই হতে হবে।

ধারা (১৪) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। উক্ত সভায় সম্পাদক / সম্পাদিকা এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি/সহকারীগণ বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করবেন। এই বাৎসরিক প্রতিবেদনে সম্পাদক/সম্পাদিকা এবং বিভাগীয় প্রতিনিধি/সহকারীগণ বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাবও পেশ করবেন। এই আয় ব্যয়ের হিসাব পরে ধারা (৩০) এর উপধারা (খ) মতে পরীক্ষা করা হবে।

উপধারা (ক) এই সভার জন্য অন্তত তিনদিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

ধারা (১৫) ভোটাধিকার প্রাপ্ত সাধারণ সভ্যের এক তৃতীয়াংশ, প্রতিনিধি সভার চারজন এবং অধ্যক্ষ ও ছাত্র সঞ্চালক অথবা তাঁদের মনোনীত দুইজন অধ্যাপক উপস্থিত থাকলেই সাধারণ সভার কোরাম হবে।

অনুচ্ছেদ – ৬

নির্বাচন

ধারা (১৬) আশ্রম সম্মিলনীর নির্বাচন প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে হবে।

ধারা (১৭) আশ্রম সম্মিলনীর সম্পাদক, সম্পাদিকা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিনিধি সাধারণ সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

ধারা (১৮) সাধারণ সভ্য ভিন্ন অন্য কারও ভোটের অধিকার থাকবে না।

উপধারা (ক) সাধারণ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রথম/দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নিতান্ত শিশু বলে ভোটের অধিকার পাবেন না।

ধারা (১৯) সাহিত্যসভা ও পত্রিকার সম্পাদক, সম্পাদিকা ভিন্ন সমস্ত পদের জন্য গোপন ব্যালট প্রথায় ভোট গ্রহণ করা হবে।

ধারা (২০) সম্পাদক, সম্পাদিকা এবং প্রতিনিধি পদের উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের নামের একটি তালিকা সুপারিশ হিসাবে ছাত্রসঞ্চালক/ছাত্রসঞ্চালিকার মাধ্যমে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পেশ করবে বিদায়ী প্রতিনিধি সভা।

উপধারা (ক) ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা ঐ তালিকা পাঠভবন দপ্তরে টাঙিয়ে দেবেন। তার পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে অবশ্যই সাধারণ নির্বাচন করতে হবে।

উপধারা (খ) নামের তালিকা প্রকাশের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে (ছুটির দিন বাদে) নতুন নামের মনোনয়ন পত্র ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা গ্রহণ করবেন। তৎপরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নাম প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

উপধারা (গ) প্রতিনিধি সভার প্রদত্ত নামের তালিকাভুক্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

ধারা (২১) সম্পাদক, সম্পাদিকা, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিনিধি এবং বিচার সভার সদস্যগণ নবমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

উপধারা (ক) সাহিত্য সভার এবং পত্রিকার পৃথক সম্পাদক, সম্পাদিকা শিশুবিভাগের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী, মধ্য বিভাগের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণী এবং আদ্যবিভাগের ক্ষেত্রে নবম শ্রেণী থেকেই নির্বাচিত হবেন।

ধারা (২২) নির্বাচন প্রার্থীদের নির্বাচনের পূর্বে অন্ততঃ দুই বছর পাঠভবনে অধ্যয়ন করতে হবে। কেবল শিশুবিভাগের ক্ষেত্রে তা এক বছর।

ধারা (২৩) নির্বাচনে ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা অধ্যক্ষ ও বিদায়ী ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা মিলিতভাবে প্রকাশ করবেন।

উপধারা (ক) নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন বেলা বারোটার মধ্যে নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের সহকারীদের নাম মনোনীত করবেন এবং বিকেলে

তিনটের মধ্যে নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, সহকারীগণ এবং সম্পাদক, সম্পাদিকা একটি সভায় ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা নির্বাচনের জন্য মিলিত হবেন। তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবিত ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকার তিনটি নামের একটি তালিকা বিদায়ী ছাত্রসঞ্চালক মারফৎ অধ্যক্ষের কাছে জমা দেবেন।

উপধারা (খ) অধ্যক্ষ উক্ত নামের তালিকা থেকে উপাধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষা ও তিনজন অধ্যাপক - অধ্যাপিকার পরামর্শক্রমে ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা মনোনয়ন করবেন এবং তা সকলকে জানিয়ে দেবেন।

ধারা (২৪) অন্তর্বর্তীকালে সম্মিলনীর কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে প্রতিনিধি সভা সেই পদে নতুন প্রতিনিধি মনোনয়ন করে নেবে।

অনুচ্ছেদ – ৭

নিয়মের পরিবর্তন

ধারা (২৫) প্রতিনিধি সভা আশ্রম সম্মিলনীর সাধারণ সভা আহ্বান করে যে কোনো নিয়মের পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্জন বা নতুন নিয়মের প্রবর্তন করতে পারবে।

ধারা (২৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যের সম্মতিক্রমে সাধারণ সভায় যে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে।

উপধারা (ক) তবে সংবিধান সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

ধারা (২৭) সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো প্রস্তাব আনতে হলে সাধারণ সভার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে সম্পাদক মারফৎ ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকার কাছে লিখিত প্রস্তাব করতে হবে। ঐ প্রস্তাব প্রতিনিধি সভা আলোচনা করে, প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভায় প্রেরণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ – ৮

সম্মিলনীর আয় – ব্যয়

ধারা (২৮) পাঠভবনের ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে আশ্রম সম্মিলনীর প্রদেয় অর্থ বাবদ প্রাপ্ত অর্থই সম্মিলনীর একমাত্র নিয়মিত আয়ের উৎস।

উপধারা (ক) আশ্রম সম্মিলনীর সেবা বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ কেবলমাত্র সেবা

বিভাগের কাজেই ব্যবহৃত হবে। এই তহবিল আশ্রম সম্মিলনীর সাধারণ তহবিল থেকে পৃথক হবে।

ধারা (২৯) আশ্রম সম্মিলনীর তহবিলের টাকা অবশ্যই শান্তিনিকেতন ডাকঘরে অথবা নিকটতম ব্যাঙ্কে ছাত্রসঞ্চালক/ছাত্রসঞ্চালিকা এবং পাঠভবনের অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষার নামে যৌথভাবে জমা থাকবে।

ধারা (৩০) আশ্রম সম্মিলনীর আয়-ব্যয়ের যাবতীয় দায়িত্ব ছাত্রসঞ্চালক/ছাত্রসঞ্চালিকার।

উপধারা (ক) আশ্রম সম্মিলনীর বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রতিনিধি সভা প্রণয়ন করবে।

উপধারা (খ) অধ্যক্ষ মহাশয় উচ্চতম শ্রেণীর একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী এবং একজন অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা যাঁরা প্রতিনিধি সভার সভ্য নন তাঁদের নিয়ে একটি হিসাব পরীক্ষক সমিতি নিয়োগ করবেন। আশ্রম সম্মিলনীর যাবতীয় হিসাব ঐ সমিতি পরীক্ষা করে দেবে।

উপধারা (গ) বৎসরান্তে ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা পরবর্তী ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকার কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার আগে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে সম্মিলনীর আয়-ব্যয়ের হিসাব বুঝিয়ে দেবেন।

ধারা (৩১) আশ্রম সম্মিলনীর যে সব বিভাগের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, নব নির্বাচিত ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা, প্রতিনিধি ও সম্পাদক সম্পাদিকার হাতে কার্যভার অর্পণ করার সময় বিদায়ী ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা, প্রতিনিধি ও সম্পাদক সম্পাদিকা তার হিসাব একটি লিখিত তালিকা সহ বুঝিয়ে দেবেন। নবাগতরা তা বুঝে নেবেন।

অনুচ্ছেদ – ৯
ছাত্রসঞ্চালক

ধারা (৩২) প্রতি বছর ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা মনোনীত হবেন।

উপধারা (ক) একই অধ্যাপক / অধ্যাপিকা একাদিক্রমে দুই বছরের বেশী ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা রূপে থাকতে পারবেন না।

উপধারা (খ) অন্ততঃ দুই বছর পাঠভবনে অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা রূপে নিযুক্ত আছেন এমন অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাই ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকা হতে পারবেন।

ধারা (৩৩) ছাত্রসঞ্চালক / ছাত্রসঞ্চালিকাই আশ্রম সম্মিলনীর প্রধান উপদেষ্টা ও ভারপ্রাপ্ত / ভারপ্রাপ্তা।

ধারা (৩৪) আশ্রম সম্মিলনীর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা এবং বিভিন্ন

বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকার উপর অর্পিত থাকবে।

ধারা (৩৫) সম্মিলনীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছাত্রসঞ্চালক/ ছাত্রসঞ্চালিকার।

অনুচ্ছেদ – ১০
অধ্যক্ষ ও সম্মিলনী

ধারা (৩৬) পাঠভবনের অধ্যক্ষ আশ্রম সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি। পদাধিকার বলে তিনি কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি প্রয়োগের আগে অন্ততঃ তিনজন প্রবীণ অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

উপধারা (ক) তিনি সম্মিলনীকে যে কোনো নির্দেশ দিতে পারবেন এবং তা সম্মিলনীকে মেনে চলতে হবে।

উপধারা (খ) তিনি সম্মিলনী সম্বন্ধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

উপধারা (গ) অধ্যক্ষ স্বয়ং যে কোনো নিয়মের পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন নিয়মের প্রবর্তন করতে পারবেন।

উপধারা (ঘ) জরুরী অবস্থায় অধ্যক্ষ সাময়িকভাবে আশ্রম সম্মিলনীর সর্বপ্রকার কাজ স্থগিত রাখতে পারবেন।

ধারা (৩৭) সম্মিলনীর যে কোন সভায় গৃহীত যে কোন প্রস্তাব অধ্যক্ষের গোচরার্থে তাঁর নিকট পাঠাতে হবে।

অনুচ্ছেদ – ১১
বিচারসভা

বিচারসভায় শাস্তি বিধানের মূল উদ্দেশ্য সংশোধন। তাই শাস্তি কারো পক্ষে ক্ষতিকর না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ধারা (৩৮) ছাত্রসঞ্চালক /ছাত্রসঞ্চালিকা এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত / ভারপ্রাপ্তা। কোনো সাধারণ সভ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হলে তিনি বিচার বিভাগীয় সদস্যদের অনুরোধক্রমে ও অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিচারসভা আহ্বান করবেন।

উপধারা (ক) প্রয়োজনবোধে যে কোনো ছাত্রছাত্রীকে বিচারসভায় আমন্ত্রণ করা যাবে।

উপধারা (খ) যে কোনো সভ্য অভিযুক্ত হলে বিচারসভা ছাত্রসঞ্চালক/ছাত্রসঞ্চালিকার মারফৎ অধ্যক্ষের কাছে অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তির সুপারিশ করতে পারে।

ধারা (৩৯) সম্মিলনীর সম্মানহানি করেছেন বা করছেন এইরূপ যে কোনো প্রতিনিধি বা সহকারী এবং সম্পাদক বা সম্পাদিকা তাঁর পদ হারাবেন।

ধারা (৪০) বিচারবিভাগীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ এলে তাদের বিচার ও প্রয়োজনে শাস্তির সুপারিশ প্রতিনিধি সভা করবে।

ধারা (৪১) যে কোনো সিদ্ধান্ত উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচারসভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত হতে না পারলে বিচারের ক্ষমতা অধ্যক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আশ্রম সম্মিলনীর সম্পাদক/সম্পাদিকার কর্তব্য

১) সম্পাদক ও সম্পাদিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচালনার বিষয়ে পাঠভবনের অধ্যক্ষ ও ছাত্রসঞ্চালক/ছাত্রসঞ্চালিকার প্রধান সহকারী। আশ্রম সম্মিলনী পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব তাঁদের।

সম্পাদক ও সম্পাদিকা পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের প্রধান প্রতিনিধিরূপে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অভাব অভিযোগ, সুখসুবিধা সকল বিষয় অধ্যক্ষ / ছাত্রসঞ্চালক / ছাত্রসঞ্চালিকা / গৃহাধ্যক্ষ - গৃহাধ্যক্ষাদের গোচরে আনবেন এবং এঁদের সহযোগিতায় সম্মিলনীর কার্য পরিচালনা করবেন।

২) আশ্রম সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশনের পূর্বে প্রত্যেক বিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতিবেদন লেখানো, সভা সাজানো এবং ছাত্রসঞ্চালক./ছাত্রসঞ্চালিকার সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভাপতি/সভানেত্রী নির্বাচনের ভার তাঁদের।

৩) প্রত্যেক বিভাগের নির্ধারিত কার্যতালিকা সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৪) সম্মিলনীর প্রত্যেক সাধারণ সভার পর বিভিন্ন প্রতিনিধির প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছাত্রছাত্রীদের অভাব অভিযোগগুলির যাতে প্রতিকার হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত আবেদন দুই কপি করে ছাত্রসঞ্চালকের মারফৎ পাঠভবনের অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেবেন।

সাহিত্য বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) আদ্য, মধ্য ও শিশু এই তিন বিভাগের সাহিত্যসভা যাতে নিয়মিতভাবে হয় এবং পত্রিকা ঠিকমতো প্রকাশিত হয়, তার ব্যবস্থা করা।

২) তিন বিভাগের সাহিত্যসভা ও পত্রিকার সম্পাদক সম্পাদিকাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩) সভাগুলি সাজানো, সভাপতি/সভানেত্রী নির্বাচন, সভার কার্যসূচী প্রণয়ন এবং পত্রিকার সরঞ্জাম যোগাড় করা।

৪) আশ্রমের চারিদিকের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং অধিবাসী / আদিবাসীদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে মৌলিক রচনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

৫) সাহিত্যসভার রচনা-পাঠ, আবৃত্তি ও গানগুলি যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্য সভার আগে উপযুক্ত মহড়ার ব্যবস্থা করা।

৬) মাঝে মাঝে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) ছাত্রছাত্রীদের কার কি অসুখ হ'ল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী রাখা।

২) কোনো ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের সঙ্গে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা।

৩) বিদ্যালয় চলা কালে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৪) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করতে আলোচনা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা।

পরিবেশ বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) পাঠভবন সংলগ্ন আশ্রম এলাকা এবং ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

২) ছাত্রছাত্রীদের বাগানে উৎসাহ দেওয়া ও নানাস্থানে বাগান করা। বাগানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র যত্নসহকারে ব্যবহার ও তা রক্ষা করা।

৩) বাড়ি-ঘরের মেরামত প্রয়োজন হলে তা ছাত্রসঞ্চালকের মারফৎ অধ্যক্ষকে জানানো। আসবাবপত্র ভেঙ্গে গেলে তা সারাবার জন্য একই পদ্ধতিতে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

৪) আশ্রম পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য যা প্রয়োজন তার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫) ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আলোচনা, বিতর্ক ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ক্রীড়া বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) নিয়মিতভাবে খেলার মাঠে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা এবং খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়া।

২) দলভাগ করে দেওয়া ও প্রত্যেক দলের জন্য খেলার মাঠ নির্দিষ্ট করে দেওয়া।
৩) বিশ্বভারতীর ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিদিন খেলার মাঠের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা।
৪) খেলার মাঠের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
৫) প্রত্যেক দলের নায়কের নিকট অভাব অভিযোগ জানা এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের মারফৎ ক্রীড়া বিভাগের পরিচালকের সহযোগিতায় তার প্রতিকারের চেষ্টা করা।
৬) বাইরের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।
৭) ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইন্‌ডোর গেম্‌সের ব্যবস্থা করা।
৮) পাঠভবনের প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৯) বিশ্বভারতীর ক্রীড়া বিভাগের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

আহার্য বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) খাবার ঘরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও পরিবেশন দল স্থির করা।
২) ক) আহার্য স্বাস্থ্য সম্মত হচ্ছে কিনা দেখা,
খ) তার অপচয় রোধ করা।
৩) রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।
৪) যে কোনো অভাব অভিযোগ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের মারফৎ অধ্যক্ষকে জানানো।
৫) বার্ষিক বনভোজনের ব্যবস্থা করা।
৬) আহার্য বিভাগীয় যে কোনো ব্যবস্থা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অনুমোদন সাপেক্ষে হওয়া চাই।

সেবা বিভাগের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) নিয়মিতভাবে প্রতি পর্যায়ে অন্ততঃ একবার আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে অর্থ ও পুরাতন বস্ত্রাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।
২) এই অর্থ ও বস্ত্র যোগ্য পাত্রে বিতরণের ব্যবস্থা করা।
৩) প্রতি পর্যায়ে অন্ততঃ একবার ছাত্রছাত্রীদের নিকটবর্তী কোনো গ্রামে নিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে গ্রামবাসীদের অবস্থা দেখার এবং গ্রামীন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।
৪) ক) সংগৃহীত অর্থ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রধানতঃ বিতরণ করা। এই অর্থ অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির ঔষধপথ্যের সাহায্যকল্পেও ব্যয় করা যেতে পারে।

খ) বিশেষ অনুদানের ক্ষেত্রে ছাত্রসঞ্চালক, সম্পাদক-সম্পাদিকা, বিভাগীয় প্রতিনিধি ও সহকারী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকা ও অধ্যক্ষকে নিয়ে গঠিত উপসমিতির অনুমোদন প্রয়োজন।
গ) জরুরী অনুমোদনের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন।
৫) সক্ষম অথচ দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্যার্থে মজুরী দিয়ে আশ্রম সম্মিলনী সংক্রান্ত কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া।
৬) ক) সেবা বিভাগের সমস্ত অর্থ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকা এবং অধ্যক্ষের নামে যৌথভাবে নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে জমা থাকবে।
খ) আয় ও ব্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকার।

সখা সংঘের প্রতিনিধির কর্তব্য

১) এই পাঠাগারের নিয়মকানুন তৈরী করা।
২) পাঠাগারে যে যে বই আছে তার তালিকা তৈরী করা।
৩) নতুন বই কেনার ব্যবস্থা করা।
৪) ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়মিত বই পায় এবং পড়া হলে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ দেয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।
৫) ছাত্রছাত্রীরা যাতে সাময়িক পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে পড়ে, সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া।
৬) আবৃত্তি, গল্পবলা এবং বাগ্মিতা ও বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

সাহিত্য সভার সম্পাদক ও সম্পাদিকার কর্তব্য

১) সপ্তাহের প্রথমদিনে পরবর্তী সাহিত্যসভার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া।
২) অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের এ বিষয়ে অবহিত করা।
৩) অনুমোদিত লেখা সংগ্রহ করা এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪) সভার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দিকে নজর রাখা।

পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদিকার কর্তব্য

১) প্রতি বিভাগের সাহিত্যসভার শেষে লেখাগুলি সংগ্রহ করা।
২) বছরে প্রতি বিভাগে অন্ততঃ দুটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করা।
৩) বার্ষিক 'আমাদের লেখা' নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া।